দ্বিতীয় প্রবাস - ১৮

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

পাঁচই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার; রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমার প্রথম কর্মদিবস। যদিও এইদিন আমার কোন ক্লাশ নেই তবু সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই Livingston campus এর Janice H Levin Building এ আমার জন্য বরাদ্দ করা অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আমার মতো স্বল্প সময়ের জন্য আমেরিকাতে পড়া বা গবেষণা করতে আসা এমন অনেক ঘনিষ্ট পরিচিত শিক্ষক বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে আমেরিকার প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেশির ভাগই অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধে (Oxford, Cambridge, প্বার্শবর্তী দেশ Canada, Nordic Europe, এবং জাপানের মুস্টিমেয় কয়েকটি নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে) মোটামুটিভাবে নেতিবাচক ধারণা পোষন করে থাকে। আর সে কারণে ঐ সব দেশ থেকে যারা Sabbatical এর ছুটি নিয়ে কোন মানসম্পন্ন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে কিংবা গবেষনা করার জন্য আসতে চান, তারা নাকি অনেক সময় Host university র কর্মকর্তা এবং শিক্ষকদের কাছে তেমন একটা পাত পান না। এই সব শিক্ষকদের মধ্যে যাদের নামকরা কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট রয়েছে, তাদের অবস্থা অবশ্য ততটা খারাপ নয়; কিন্তু যেসব শিক্ষকের পি এইচ ডি আমেরিকার বাইরের কোন দেশের, তারা নাকি অনেক

সময়ই বেশ অবজ্ঞার শিকার হয়ে থাকেন। এরা নাকি ধরেই নেন যে মানের দিক থেকে এই আমেরিকান ডক্টরেট বিহীন অতিথি শিক্ষক বা গবেষকগন আমেরিকান শিক্ষক বা গবেষকদের চেয়ে নীচুস্তরের। দূর্ভাগ্যক্রমে আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কেন না আমার পি এইচ ডি অষ্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে নেয়া।

বিষয়টির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও মনের মধ্যে একটু ভয় অবশ্যই ছিল। যে দেশের মানুষ জর্জ বুশের মতো মানুষকে দুবার তাদের প্রেসিডন্ট নির্বাচিত করতে পারে তাদের পক্ষে এমন ধারণা করা অসম্ভব নাও হতে পারে। যদিও আমেরিকার একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় - Indiana University থেকে আমার একটি এম বি ডিগ্রী রয়েছে, সেটা আমাকে কতটা জাতে তুলতে পারবে সেটাও ভাবছিলাম। আমার আগের কর্মস্থল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর বা বর্তমান কর্মস্থল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস - এই দু'জায়গাতেই খুব ভালো শিক্ষক এবং ভালো গবেষক হিসেবে আমার মোটামুটি সুনাম আছে। একটা নতুন জায়গায় মাত্র এক সেমেস্টার অবস্থানকালে আমি আমার দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত সুনাম নষ্ট করতে রাজী নই। আমি কোন অবস্থাতেই এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাইনা যেখানে আমাকে লোকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করে। আজকে আমার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, আর সেটা হচ্ছে সহকর্মীদের সাথে

পরিচিত হওয়া এবং আমার মতো 'বিদেশী ডক্টরেটধারী' অধ্যাপকের প্রতি তাদের হাবভাব অনুধাবন করা।

বেলা দশটার দিকে বন্ধু মাহমুদ হাসান আমাকে নিয়ে Livingston campus এর বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অবশ্য আমার কাজের সুবিধার জন্য পরিচিত হওয়া প্রয়োজন এমন মানুষ খুব একটা বেশী এই campus এ নেই। এখানে Rutgers Business School এর প্রধান কর্মকর্তা একজন Associate Dean। আমি মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক, কিন্তু এখানে মার্কেটিং বিভাগের একজন মাত্র অধ্যাপকের অফিস রয়েছে । আর তিনি সপ্তাহে মাত্র একদিন এখানে বসেন। মার্কেটিং বিভাগের অফিস Newark campus এ অবস্থিত; বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকরা সেখানেই বসেন । মার্কেটিং বিভাগের কোন অধ্যাপকের সাথেই পরিচয় হলো না। দু'চারজন কর্মকর্তা এবং ফাইনানস এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে পরিচয় হলো। প্রাথমিক ভাবে তাদের একজন হিসেবে আমাকে গ্রহন করে নেবার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন দ্বিধাবোধ আছে এমন মনে হলো না। অবশ্য তারা যে আমার ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন সেটাও বলা যাবে না। এদের দু'একজন অষ্ট্রেলিয়ার সাথে আমেরিকার এবং জর্জ বুশের সাথে জন হাওয়ার্ডের সখ্যতার কথা, এবং পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের জন্য বুশ-ব্লেয়ার-হাওয়ার্ড ত্রয়ীর মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। পরে জেনেছিলাম যে এই মত পোষণকারীদের সবাই বুশের দল রিপাবলিকান পার্টির সদস্য এবং ইহুদী ধর্মাবলম্বী।

নতুন কর্মস্থলে আমার প্রথম দিনটি আমাকে মোটেই আনন্দ দিলনা। সত্যি বলতে কি পুরো পরিবেশটা আমার কাছে কেমন যেন নিষ্প্রাণ বলে মনে হলো। এই campus টি প্রাকৃতিক দিক থেকে খুব সুন্দর, কিন্তু এখানে মানুষ জন বেশ কম। মার্কেটিং বিভাগের অফিস নেওয়ার্কে অবস্থিত হওয়ার ফলে এই campus এ মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকদের administrative এবং secretarial support নেই বললেই চলে; তারা মুলতঃ ফাইনানস বিভাগের সেক্রেটারী জেসমিন এর উপর নির্ভরশীল। এখানে কাজ করতে আনন্দ পাব, এমন ভাবনার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এতদুর এসেতো আর চলে যাওয়া যায়না; ভালো না লাগলেও যেভাবেই হোক নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।

পরিচিতি পর্ব শেষ হতে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে যাওয়ায় কাফেটারিয়ায় গিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম। লাঞ্চ সেরে নতুন কর্মস্থলে নিজেকে establish করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে সব কাজের জন্য মহাজনপন্থা অবলম্বন করে আমিও জেসমিনের শরণাপন্ন হলাম। স্পানিশ মেয়ে জেসমিন মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে তুলনাহীনা। তার আন্তরিক সাহায্যে আমি দু'চারদিনের মধ্যেই আমার নুতন অফিসে মোটামুটিভাবে থিতু হয়ে বসতে পারলাম। সপ্তাহে ক্লাশ মাত্র একদিন, সোমবার রাত সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা। বাকী সময়টা গবেষণায় ব্যয় করার কথা। তবে এই সময়ের মধ্য থেকে যেমন করেই হোক ছেলের বিয়ের জোগাড় যন্ত্রের জন্যেও কিছু সময় আমাকে বের করে নিতে হবে।

এগারো সেপ্টেম্বর সোমবার আমার প্রথম লেকচার। নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই আমি ক্লাশরুমে চলে এলাম। এই ক্লাশরুমগুলো আনকোড়া নুতন; এগুলোকে smart class room বলা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই রুমগুলোর নিজস্ব কোন কম্পিউটার নেই। পড়ানোর সময় অধ্যাপকরা যার যার নিজস্ব laptop ক্লাসরুমের system console এর সাথে লাগিয়ে নেন। যেহেতু আমি এই সিষ্টেমের সাথে পরিচিত নই তাই একটু আগেই ক্লাশে এসেছি যাতে কোন ঝামেলা পোহাতে না হয়। ক্লাসে ঢুকতে নিজের অজান্তেই সুদুর অতীতে ফিরে গেলাম । পলকে চোখের সামনে ভেসে উঠলো প্রায় আটত্রিশ বছর আগের একটা দিন; ১৯৬৯ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারী। কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ রুমে সেটাই

ছিল আমার প্রথম দিন। ঢাকা থেকে PIA এর Super constellation বিমানে চড়ে করাচী, তেহরান, ইস্তাম্বুল, রোম, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ইন্ডিয়ানাপলিস হয়ে আগের দিন দুপুরে মাত্র Indiana University Graduate School of Business এর Bloomington campus এ এসে পৌঁছেছি। পৌঁছেই সেই সেমেষ্টারের কোর্স রেজিষ্ট্রেসনের এর জন্য দৌড় ঝাঁপ করতে হোল । এতসব করে ক্লান্ত হয়ে শুতে গেলেও জেটল্যাগের কারণে রাতে ভালো ঘুম হয়নি। অথচ প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরের দিন ভোরে জেগে উঠতে হলো; কেননা সেদিন সকালেই ছিল আমার প্রথম ক্লাশ। Ford Foundation এর Scholarship এ আমেরিকা এসেছি, donor এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি Professor Joseph Waldaman এর কড়া নির্দেশ যত কষ্টই হোক, ক্লাশ মিস করা যাবেনা। স্পষ্ট মনে আছে নামকরা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে সেদিন খুবই নার্ভাস লাগছিল। কি আশ্চর্য, আজ তিন যুগের ও বেশী সময় পর আরেক নামকরা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেও কেন যেন তেমনি একটু নার্ভাস লাগছে। তবে অবশ্যই আজকের নার্ভাস লাগাটা অন্যরকম। জীবনের দীর্ঘ চলার পথে পরিচিত গন্ডীর বাইরে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া বিশোত্তর এক অপরিণত তরুন ছাত্রের ভীতি আর বিশাল এই পৃথিবীর নানাঘাটের জলখাওয়া ষাটোত্তর এক পরিণত শিক্ষকের ভীতিতো কোন ভাবেই একরকম হওয়ার কথা নয়। এক ছাত্রের Good afternoon সম্বোধনে সম্বিত ফিরে এলো। আমি system console এর সাথে আমার laptop এর সংযোগ স্থাপন করে আমার প্রথম ক্লাশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

আমি যে কোর্সটি পড়াচ্ছি তার নাম Retail Marketing; এটি একটি elective বা ঐচ্ছিক বিষয়। যেহেতু আবশ্যিক বিষয় নয়, সব ছাত্রছাত্রীকে এই কোর্স নিতে হয়না। আমার ক্লাশ্রে মোট চল্লিশজন ছাত্রছাত্রীর বেশির ভাগই মেয়ে। আটজন ভারতীয়, তিনজন চৈনিক এবং জনা সাতেক হিস্পানিক ছাত্র বাদে ক্লাশের বাকী ছাত্রছাত্রীরা anglo-celtic বা ইউরোপীয় বংশোদ্ভুদ। যদিও গত এক সপ্তাহে ইউনিভার্সিটির এখানে সেখানে বেশ কিছু ইন্দোনেশীয়/মালয়েশীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রছাত্রীর সাথে দেখা হয়েছে, এই ক্লাশে সেই সব দেশের কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়নি। Rutgers university তে ভর্তি হওয়া খুব সহজ নয়; খুব ভালো ছাত্র এবং সেই সাথে আর্থিকভাবে খুব স্বচ্ছল না হলে এখানে ভর্তি হওয়া মুশকিল। সম্ভবতঃ এজন্যেই এখানকার ছাত্রছাত্রীরা বেশ ভদ্র, মার্জিত এবং সপ্রতিভ। এখানে এসে আমি প্রথম জানলাম যে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Milton Freidman এই ইউনিভার্সিটি থেকেই তার undergraduate ডিগ্রি লাভ করেছিলেন।

ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে বেশ ভাল লাগলো। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে লেখাপড়া করে আমরা যারা আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকতা করছি, তাদের অধিকাংশের ইংরেজী উচ্চারণই ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ তেমন নয়। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তাই আমার ছাত্রদের কাছে আমি প্রথমই যে বিষয়টি জানতে চেষ্টা করি তা হচ্ছে তারা আমার উচ্চারণ বুঝতে পারছে কি না এবং আমি তাদের সাথে যে pace এ কথা বলছি তা ঠিক আছে কিনা। আমি মনে করি এদু'টো প্রশ্নের জবাব পেলে উপযুক্ত teaching plan তৈরী করা এবং সে অনুযায়ী পড়ানোটা খুব সহজ হয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমার সুদীর্ঘ তিনযুগের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বুঝেছি ছাত্রছাত্রীরা চায় তাদের অধ্যাপক শিক্ষাদানে আন্তরিক হোক। আমার বিশ্বাস এই প্রশ্ন দুটির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা একজন শিক্ষক কতটুকু আন্তরিক তার প্রাথমিক ইংগিত পেয়ে যায়।

আমার ক্লাশটি ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে শুরু হয়ে আটটা পর্যন্ত চলে। তারপর দশ মিনিট বিরতি দিয়ে আবার আটটা দশ মিনিটে শুরু হয়ে সাড়ে ন'টায় শেষ হয়। বিরতির সময় বেশ ক'জন ছাত্রছাত্রী সুন্দর ভাবে পড়ানোর জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালো। নাহ, আমার উচ্চারণ বুঝতে তাদের মোটেই অসুবিধে হয়নি; আর

আমার teaching pace এককথায় perfect! একজন বললো "... survived the pronunciation of our Chinese professors, you get nine out of ten"।

আগেই বলেছি নতুন কর্মস্থলে আমার প্রথম দিনটি আমাকে মোটেই আনন্দ দেয়নি; কিন্তু আমার প্রথম লেকচারের অভিজ্ঞতা আমার সে দুঃখ ভুলিয়ে দিল। আমার মন বলছে এখানে পড়ানোটা আমি এনজয় করবো।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক, নিউ জার্সি, ইউ.এস.এ

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)